ল্যানসেটে সম্প্রতি প্রকাশিত আইসিডিডিআর,বি-র একটি গবেষণার ফলাফলে বলা হয়েছে কলেরার মুখে খাওয়ার যোগ্য একটি টিকা (ভ্যাকসিন) মহামারী আকারে সংক্রমিত রোগ প্রতিরোধে কার্যকর, যা নিঃসন্দেহে কলেরা নিয়ন্ত্রণের বৈশ্বিক প্রচেষ্টার গতি বৃদ্ধি করবে

৯ জুলাই ২০১৫, ঢাকা - আইসিডিডিআর,বি-র নতুন একটি গবেষণার মাধ্যমে দেখা গেছে স্বল্প মূল্যের, দুই ডোজের মুখে খাওয়ার একটি কলেরার টিকা সরকারের নিয়মিত স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রয়োগ করে শহরের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার অধিবাসীদের কলেরায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি এবং মৃত্যুর হার যথেষ্ট পরিমাণে কমানো যেতে পারে, যা ল্যানসেটে প্রকাশিত হয়েছে ।

পূর্বে ট্রায়াল সেটিংসে মুখে খাওয়ার উপযোগী কলেরা টিকার কার্যকারীতা জানা গেলেও এটিই প্রথম প্রকাশিত গবেষণালব্ধ ফলাফল, যা স্বাভাবিক জীবনে এর ব্যাবহারের কার্যকারিতা ও সম্ভাব্যতা প্রমাণ করে । কলেরা কবলিত দেশগুলোতে কলেরা নিয়ন্ত্রণে টিকাদান কর্মসূচির প্রচলনে এই গবেষণা সহায়ক হবে ।

আইসিডিডিআরবি-র সেন্টার ফর ভ্যাক্সিন সায়েন্সেস-এর পরিচালক এবং গবেষণাটির প্রধান গবেষক ড. ফরদৌসি কাদরী বলেন, “আমাদের প্রাপ্ত ফলাফল থেকে দেখা গেছে কলেরা প্রাদুর্ভাববিশিষ্ট দেশগুলোতে নিয়মিত কলেরা টিকা কর্মসূচি গ্রহণের মাধম্যে কলেরার ঝুঁকি কমিয়ে এ-রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ।”

গবেষণাটিতে ক্লাস্টার-র‍্যান্ডমাইজড ট্রায়াল পদ্ধতিতে টিকাগ্রহণকারীদের তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়, প্রথম ভাগে ছিলো যারা শুধুমাত্র স্যানকোল (Shanchol) টিকাটি গ্রহণ করেছে, দ্বিতীয় ভাগে ছিলো যারা টিকা গ্রহণের পাশাপাশি ক্লোরিন দ্বারা বিশুদ্ধ পানি পান এবং হাত ধোয়ার কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিলো এবং তৃতীয়ত যারা কোনো ধরনের কার্যক্রমের আওতায় ছিলো না, অর্থাৎ কন্ট্রোল গ্রুপ ।

গবেষণায় দেখা যায় যে, যখন ৬৫% মানুষকে টিকার আওতার মাঝে আনা হলো তখন মারাত্মক পানিশূন্যতা সৃষ্টিকারী কলেরার প্রাদুর্ভাব গবেষণায় মোট অংশগ্রহণকারীর ৩৭% হ্রাস পেয়েছে, আর যারা টিকা গ্রহণ করেছে এবং বিশুদ্ধ পানি পান এবং হাত ধোয়ার কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিলো তাদের কলেরায় আক্রান্ত হওয়ার হার ৪৫% হ্রাস পেয়েছে । যেসব অংশগ্রহণকারী টিকার দু'টি ডোজই গ্রহণ করেছে তাদের হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার হার ৫০% হ্রাস পেয়েছে । যারা টিকা গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে ৫৩% টিকা গ্রহণের পর দুই বছর পর্যন্ত রোগ প্রতিরোধে সক্ষম ছিলো, যা পূর্ববর্তী গবেষণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ।

icddr,b

ড. কাদরী আরও বলেন, "কলেরা নিয়ন্ত্রণের সর্বোত্তম উপায় হলো নিরাপদ পানি, উন্নত স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং তার অনুশীলন, কিন্তু উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রায় অর্ধেক অংশে যেখানে ২.৫ বিলিয়ন মানুষ বাস করে সেখানে এসব ব্যবস্থার অভাব আছে। এই সুবিধাগুলো নিশ্চিতকরণে বড় ধরনের বিনিয়োগের প্রয়োজন যা অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনতে সহায়ক হবে, কিন্তু দরিদ্র, জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার, যুদ্ধ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য তা অনেক কঠিন বাস্তবতা।"

আইসিডিডিআরবি-র গবেষকরা উল্লেখ করেছেন যে, "হাত ধোঁয়া এবং বিশুদ্ধ পানি পানের কর্মসূচি টিকা দানের সাথে যুক্ত করায় সুরক্ষার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু তা ছিলো খুব সীমিত পরিমাণে। তারা কলেরা নিয়ন্ত্রণে স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য পানির মান উন্নয়ন ও হাত ধোয়ার ব্যবস্থা সহজ করার ওপরও গুরুত্বারোপ করেন, যা বিশ্বব্যাপী কলেরা নিয়ন্ত্রণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"

আইসিডিডিআর,বি-র সেন্টার ফর ভ্যাক্সিন সায়েন্সেস ২০১১ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত সময়ে ঢাকার মিরপুরের বস্তি এলাকায় এই গবেষণাটি সম্পন্ন করে। সেখানে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার হার অনেক বেশি। গবেষণাটি এই এলাকার ২ লাখ ৬৭ হাজার অধিবাসীর অংশগ্রহণে সম্পন্ন হয়, যারা অতি ঘনবসতিপূর্ণ আবাসন, অনিরাপদ পানির ব্যবহার, অপ্রতুল পয়ঃনিস্কাশন সুবিধা এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কলেরার ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করছে। টিকাটি সহনশীল এবং এর কোনো গুরুতর বিরূপ/পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। বেশিরভাগ বিরূপ প্রতিক্রিয়াই ছিলো মৃদু ও সহনীয়, যেমন পানির মতো মলযুক্ত ডায়রিয়া, পেট-ব্যথা, বমিভাব ও জ্বর।

গবেষণাটি আরও যাচাই করে দেখেছে যে, দুই ডোজের স্যানকোল টিকাটি তীব্র পানিশূন্যতাবিশিষ্ট কলেরায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তির মতো ঘটনা কমানোর ক্ষেত্রে সফল। স্যানকোল একটি সল্পমুল্যের মুখে খাওয়ার কলেরার টিকা যার একেকটি ডোজের মুল্য মাত্র ১৪৫ টাকা। এই টিকাটি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার টিকাদান কর্মসূচির জন্য প্রি-কোয়ালিফাইড যেহেতু এটি মাঠ পরীক্ষায় নিরাপদ এবং কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। নিরাপদ পানি পান ও হাত ধোয়ার সম্পূরক কর্মসূচী স্বল্পমাত্রার অতিরিক্ত সুরক্ষা প্রদান করেছে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অনুশীলনের গুরুত্বের ব্যাপারে আইসিডিডিআর,বি-র ওয়াটার, স্যানিটেশন অ্যান্ড হাইজিন রিসার্চ গ্রুপ-এর সাবেক পরিচালক ড. লিয়েন ইউনিকম্ব বলেন, "ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাব রোধে সাবান দিয়ে হাত ধোঁয়া ও ক্লোরিন দিয়ে পানি বিশুদ্ধ করা সবচেয়ে কম খরচে সম্ভবপর একটি সমাধান। তদুপরি, স্বল্প আয়ের জনগণের ক্ষেত্রে এটি সবসময় পালন করা অনেক কঠিন এবং এর কারণ হলো তাদের পানির স্বল্পতা এবং জনাকীর্ণ পরিবেশ। কলেরা ও ডায়রিয়ায়র প্রকোপ

কমাতে জনগণের সাথে মিলে এই চর্চাগুলো আরও সহজে পালন করার যোগ্য করে তুলতে হবে।"

বিশ্বে প্রতিবছর প্রায় ৯১ হাজার মানুষ কলেরায় প্রাণ হারায় এবং ২৮ লক্ষ মানুষ এতে আক্রান্ত হয়, ১ বিলিয়নেরও বেশি মানুষ কলেরার ঝুঁকিতে আছে। মোট মৃতের প্রায় অর্ধেকই ৫ বছরের নিচের শিশুরা। উন্নয়নশীল দেশগুলো ঘনবসতি, অনিরাপদ পানি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ প্রভৃতি কারণে কলেরার ক্ষেত্রে বেশি ঝুঁকিতে আছে। বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ৩ লাখ মানুষ কলেরায় আক্রান্ত হয় এবং ৪ হাজার ৫ শত মানুষ মৃত্যুবরণ করে (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০১২)। যেখানে পরিবেশগত উন্নয়ন অনেক সময়সাপেক্ষ সেক্ষেত্রে কলেরার মুখে খাওয়ার টিকা একটি বিকল্প হিসেবে খুব কার্যকর।

গবেষণাটি বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেইটস ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে এবং বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়। অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তা অস্ট্রেলিয়া সরকার, বাংলাদেশ, কানাডা, সুইডেন এবং যুক্তরাজ্য থেকে প্রাপ্ত আইসিডিডিআর,বি-র মূল অনুদান থেকে সরবরাহ করা হয়েছিলো।

# # # #

আরও তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:

একেএম তারিফুল ইসলাম খান
মিডিয়া ম্যানেজার
টেলিফোন: +৮৮০-২-৯৮২০৫২৩-৩২ এক্স ৩১১৬
মোবাইল ফোন: ০১৭ ৫৫৫ ৮৮ ১২৮
ইমেইল: tariful.islam@icddrb.org